Registerd NO 52.

CALCUTTA 4 DEC 19

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭১ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্, প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বেদান্ত দর্শন।

১ অ, ১ পা, ৪ অধি, ৪ সূ।

৪৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ২৮ পৃষ্ঠার পর।

বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতার প্রতি কর্ম্মীর আপত্তি এই।

(১) "যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তি-বিধি-বিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্পতে।"

যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রসিদ্ধ, তথাপি কেবল এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রসিদ্ধ যে তিনি কেবল প্রতিপত্তি-বিধির বিষয় অর্থাৎ বেদ-বিহিত ক্রিয়ার অঙ্গ। বেদে তিনি সেইরূপেই গৃহীত হইয়াছেন। অতএব বেদান্ত বাক্য সকল তাঁহাকে বিধি-বিরোধী জ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া প্রমাণ করে না।

"যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে।"

যেমন স্বর্গাদিকামীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সাধনের বিধি, সেইরূপ অমৃতত্ব-ভোগ-রূপ মোক্ষকামীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের বিধি, এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞানকে একপ্রকার ক্রিয়ারূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর, তাঁহার উল্লেখিত মোক্ষ স্বর্গ-ফল হইতে কিঞ্চিদধিক অলৌকিক ভোগ্য ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম্মী কহিতেছেন যে,

"কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ"

কেবল ক্রিয়াবিধির অনুরোধেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন। সেই ক্রিয়াবিধি তাঁহাকে কে-

১ পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্মক্রিয়ার বিষয়।

বল অলৌকিক ও অদৃষ্ট ভোগ্য ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করে, জ্ঞানস্বরূপে নহে। তোমরা বেদান্ত দ্বারা যেরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, সাক্ষাৎ ও প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে চাহ তাহা অসম্ভব। বৈদান্তিক জিজ্ঞাস্য ও ফলকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ও সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম ও স্বর্গাদি ভোগ্য ফলের যে ভেদ স্থাপন করিতে চাহ তাহাও সম্ভব নহে। কেননা শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন আর কিছু নাই। যাগ যজ্ঞ ব্রত অনসন প্রভৃতিও কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও মোক্ষ-সাধনও কর্ম্মকাণ্ড। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ তাহা মানসিক ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়ানুপ্রবেশ ব্যতীত জ্ঞান পুরুষার্থসাধক নহে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ"

পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক; "আত্মানমেবপ্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক; "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সমস্ত প্রকার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, উপাসনা, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ামাত্র। যথা পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। তথা শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। প্রথমে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, পরে ব্রহ্ম-স্বরূপের শ্রবণ, পরে মনন এবং পশ্চাৎ নিদিধ্যাসন করিবেক। এ সমস্ত ক্রমবিহিত ক্রিয়ামাত্র। এতাবতা বেদান্ত বাক্য সকল বিধিকাণ্ডের অন্তর্গত হইল। এই সকল বিধি অনুসারে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অদৃষ্ট-ফল-স্বরূপ মুক্তি হয়।

(২) কর্ম্মীর আর এক আপত্তি এই যে

"কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ বেদান্তবাক্যানামনর্থক্যমেব স্যাৎ।"

যদি বেদান্ত বাক্য সকলকে ক্রিয়াসাধন-পর বিধিবাক্যের অন্তর্গত না বল তবে তৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শব্দটি একটি কেবল নিষ্ফল বস্তুজ্ঞাপক শব্দমাত্র হইবে। তাদৃশ বস্তুমাত্র কথনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় বেদান্ত-বাক্য সকলের কোন অর্থই থাকিবে না। সেরূপ বস্তুমাত্রের শ্রবণ মনন বা জ্ঞানে কোন ফল নাই। তৎশ্রবণে সংসার-ভয় নিবারণ হয় এই যে এক উক্তি তাহা ভ্রম। কেননা ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ যে কর্ম্মাঙ্গ বিধি ব্রহ্মকে তাহারি বিষয়রূপে শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ বলা উচিত।

উপরি উক্ত আপত্তি সমূহের উত্তর এই,

(৩) "কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলযোর্বৈলক্ষণ্যাৎ।"

কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ের ফলের প্রভেদ আছে। এজন্য উক্ত আপত্তি সমূহ অমূলক। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞ দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রহণ করিবে তাহারই ফল শরীর ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা ভোগ্য। ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফলে দক্ষিণ মার্গে স্থিত পিতৃস্বর্গেই গতি হউক এবং যজ্ঞ ও উপাসনার ফলে উত্তর মার্গে স্থিত দেবস্বর্গে বা অমৃতাখ্য ব্রহ্মলোকেই গতি হউক কোথাও অক্ষয় ও অনন্ত সুখের প্রত্যাশা নাই। সেই সমস্ত লোক প্রাকৃতিক উপাদানে বিরচিত। তথায় যে সমস্ত প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম। পার্থিব সুখ

২ পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্ম নিষ্ফল বস্তু মাত্র।
৩ উত্তরপক্ষ। ক্রিয়ার ফল ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে ভেদ আছে।

প্রকৃতির নিকৃষ্ট পরিণাম,আর স্বর্গসুখ উৎকৃষ্ট পরিণাম এই প্রভেদ। এমন কি, ব্রহ্মলোকের ভোগ্য যে অনিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম ঐশ্বর্য্য তাহাও প্রকৃতির অত্যন্ত বিশুদ্ধ পরিণাম-বিশেষ। এই সমস্ত সুখের যে ভোগ-কর্ত্তৃত্ব তাহাও প্রকৃতির পরিণাম। শরীর, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা যে কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম ঐ সকল সুখ তাহারই ফল। জীব তাহা শরীর ইন্দ্রিয় বাক্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। স্বর্গলোকে সে সমস্ত শরীরাদির অভাব হয় না। জীবের স্থূল শরীর, এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন বুদ্ধির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এ সমস্তই প্রকৃতির পরিণাম। সুতরাং স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে প্রকৃতিই উপাদান। ভোগকরণ, ভোগায়তন, ভোগস্থান এবং ভোগোপকরণ সমস্তই প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনীয়া ক্ষয়শীলা ও চঞ্চলা। সে জন্য ভোগকরণরূপ ইন্দ্রিয় মনাদি,ভোগায়তনরূপ শরীর, ভোগস্থানরূপ স্বর্গাদি এবং ভোগোপকরণরূপ স্বর্গীয় সুখাদি এ সমস্তই অনিত্য। অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখাদি-ভোগ তাহাও ঐরূপ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

"শারীরং, বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা।"

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ যে শারীরিক, বাচনিক, ও মানসিক ধর্ম্মকর্ম্ম তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধর্ম্মমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে। "অধর্ম্মোপি হিংসাদিঃ" উক্ত বিচার-শাস্ত্রে হিংসাদি অধর্ম্মও পরিত্যজ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

"তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তরেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে।"

সেই অর্থ-অনর্থ-রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল সুখ দুঃখ। তাহা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তে সর্ব্বত্রে বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগ বশতঃ শরীর বাক্য মন দ্বারা উপভোগ হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রুতি আছে—

"সএকোমানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ব্রঃ বঃ ৮।২)

এই মর্ত্ত্যপুরী একগুণ আনন্দ-স্থান। স্বর্গাদিতে তাহারই গুণাধিক্য। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেহীদিগের সুখের তারতম্য শ্রুত আছে। ব্রহ্মলোকবাসী হইলেও শরীর-বীজের ধ্বংস হয় না। অনাদি কামকর্ম্মলক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই শরীর-বীজ বা কারণ-দেহ। মন প্রধান সূক্ষ্ম-দেহ সেই বীজের গর্ভাঙ্কুর। স্থূল দেহ তাহার ব্যক্ত পরিণাম। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই ত্রিবিধ দেহের অভিমান নিবৃত্ত হইতে পারে। নতুবা, তদভিমান সত্তে কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। তৎসত্তে মোক্ষরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ সম্ভবে না। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসার বিচারিত ও ব্যবস্থাপিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ তাহার বিপরীত। তাহাতে শরীর, বাক্য, মন ও স্বর্গাদি লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎসমস্ত অক্ষয়ও নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ফল এক ধাতুর নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে যে

"নহবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"

যিনি শরীর-বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বা কারণ কোনরূপ শরীরের সহিত যিনি বর্ত্তমান তাঁহার ইহ বা পরলোকে কোথাও প্রিয় বা অপ্রিয়-ভোগের নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপিত ফল ও গতি এইরূপ প্রিয়াপ্রিয়-সম্বন্ধ-যুক্ত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য, ফল, পরমগতি, পরমলোকস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অশরীরী। সর্ব্বপ্রকার দেহ-সম্বন্ধ-শূন্য হইলেই জীবের সেই মোক্ষরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। সেই রত্নকল্প মোক্ষ

রাজ্যে ব্রহ্মের ন্যায় জীবের বিদেহ ভাব উদিত হয়। তদবস্থায় শরীর-নিবন্ধন প্রিয় বা অপ্রিয় তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি নিস্তরঙ্গ অশরীরী ব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই ব্রহ্ম শরীরের ধর্ম্ম প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃশ্য নহেন।

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

অশরীর হইলে আর প্রিয়, অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। এতাদৃশ অশরীর রূপ মোক্ষ বা অশরীরী ব্রহ্ম লাভার্থে শরীর দ্বারা ভোগ্য স্বর্গাদি-ফল-প্রদ ধর্ম্মক্রিয়ার সাধন অপেক্ষিত নহে। তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এমন মনে করাও কর্ত্তব্য নহে। কেন না ক্রিয়া সমস্তই বিধির অধীন। তাহাতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তাহা বন্ধন মাত্র। যাহা বন্ধন, যাহা দাসত্ব তাহা কখন মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মপদ হইতে পারে না। যাহা বেদ, যাগ, পুরোহিত এবং অলৌকিক ফল হইতে মুক্ত এবং কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ তাহাই মুক্তি। তাহাকে যদি কর্ম্মদ্বারা সাধ্য পদার্থ বল, তবে শরীর ইন্দ্রিয় মনাদির আবির্ভাব ও প্রিয়াপ্রিয়সম্ভোগ নিরস্ত হইবে না। নিরস্ত না হইলেই মোক্ষ অন্যান্য ভোগের ন্যায় ক্ষয়শীল হইবে। কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মোক্ষ অক্ষয়। শ্রুতি

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মৎকৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।"

মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং কালত্রয়ের অতীত। তিনি কেবল মাত্র জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা।

* এই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা এবং মোক্ষ রূপ অশরীরত্ব বিকার্য্য, সম্পাদ্য বা সংস্কার্য্য নহেন। সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সত্ত্বাদি গুণ সকল যে প্রকার পরিণামী অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরিণত ও বিকৃত হইলেও সে গুণ-সকলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। পরমাত্মা ও মোক্ষ সেরূপ বিকারী-নিত্য নহেন। কিন্তু অপরিণামী কূটস্থ-নিত্য, ব্যোমবৎ-সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, জ্যোতিঃস্বভাব পরমাত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং আত্মা বা মোক্ষরূপে সকলেরই অন্তরে স্থিতি করেন। সুতরাং আত্মদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য, কোন সাধন, বা কোন প্রকার উপাসনা দ্বারা তিনি আহার্য্য উৎপাদ্য বা সম্পাদ্য নহেন। যাহা অলৌকিক তাহাই সাধনা দ্বারা সম্পাদ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহা স্বপ্রকাশ প্রসিদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তাহা কখনও সম্পাদ্য বা কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। যাহারা ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষের মর্ম্ম না বুঝিয়া মোক্ষকে জন্য, বিকার্য্য বা স্বর্গীয় সম্পৎরূপ বলিয়া ভাবে তাহারাই তাহাকে কায়িক বাচিক বা মানসিক কার্য্যের ফল বলে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইবে। হোম, যাগ, তপস্যা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বরং সে সমস্ত মোক্ষের প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু। ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন অনন্তলোকজয়ের ন্যায় কোন ফল নহে। ইহা জীবাত্মা, মন, বা আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টির ন্যায় কোন মিথ্যা অধ্যস্ত, কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান নহে। ইহা বায়ু বা প্রাণকে আয়ত্ত করার ন্যায় কোন যোগফল নহে। ইহা যজ্ঞেতে আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় কোন ক্রিয়াঙ্গ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীবের হৃদয়ে ইহা সদা বর্ত্তমান। বহির্বিষয় হইতে চিত্ত ব্যাবৃত্ত হইলেই উহার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা কোনরূপ সম্পাদ্য জ্ঞান নহে। ইহা সংস্কার্য্যও নহে। কোন

* জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ও মোক্ষ সংস্কার্য্য নহে।

স্নানাচমনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হয় না। কোনরূপ উপবাসাদি ব্রত দ্বারা, বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা, বহু প্রবচন, বহু শ্রুতি, বহু দর্শন ও মেধা দ্বারা আত্মা বা পরমাত্মার অথবা পরমাত্মস্বরূপ মোক্ষের সংস্কার সম্ভবে না। অবিদ্যা-কল্পিত স্থূল সূক্ষ্ম দেহই স্নানাদি দ্বারা সংস্কৃত, চিকিৎসা দ্বারা রোগোন্মুক্ত, ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী জীবেরই আমি পবিত্র, আমি অরোগ, আমি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে। সেই দেহাভিমানী জীবই আমি ফলভোগী বলিয়া অভিমান করেন। প্রত্যুত তাদৃশ জীবেরই ধর্ম্মক্রিয়ার ও বুদ্ধিক্রিয়ার ফলভোগ হইয়া থাকে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ"

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট যে সংসারী জীবাত্মা তিনিই ভোক্তা, মনীষিরা এই প্রকার বলেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার সখা ও অন্তরাত্মা স্বরূপ, মোক্ষের একমাত্র নিকেতন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির আশ্রয়, পরমাত্মা সে সব কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন।

"তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে কেবল জীবাত্মাই স্বকৃত অনুষ্ঠানের ফলভোগ করেন, পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, তিনি সাক্ষীমাত্র।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

পরমাত্মা একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা রূপে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, অসঙ্গ এবং সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ-রহিত।

"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ" এই ব্রহ্মভাব লাভের নামই মোক্ষ। এই মোক্ষ এত নির্ম্মল যে কোন রূপ গুণাধান ও দোষাপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পরমাত্মা, মোক্ষ, বা ব্রহ্মজ্ঞান সংস্কার্য্য নহেন। স্নান, আচমন, ব্রত, অনসন, জ্ঞান বৃদ্ধির আলোচনা, উপাসনা, প্রভৃতি কোন রূপ বাহ্য বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার কোন টির সংস্কার করা যায় না।

জ্ঞান কোন ক্রিয়া নহে। এবং ব্রহ্ম সে ক্রিয়ারও বিষয় নহেন।

"নচ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ"।

জ্ঞানকে যদি একপ্রকার ক্রিয়া বল এবং তদনুসারে যদি ব্রহ্মকে সেই ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অর্থাৎ ফলস্বরূপ বল তাহাও যুক্ত হয় না। কেননা শ্রুতিতে আছে

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"।

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম রূপে কার্য্যানুপ্রবেশ তাঁহাতে সম্ভবে না।

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ"

যাঁহার দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায় তাঁহাকে কে প্রকাশ করিতে পারে। সূর্য্যকে দীপপ্রভা কখনই প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মতে জ্ঞানের কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উপাসনা রূপ কোন ক্রিয়ারও কর্ম্মপদ নহেন। কেননা তিনি অতি মহৎ এবং স্বয়ম্প্রকাশ। উপাসনা তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে?

"যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, কিন্তু বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাঁহাকেই তুমি

ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে উপাধিভেদে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনা ও যম নিয়মাদি কেবল অবিদ্যাকল্পিত ভেদ, মিথ্যা জ্ঞান, অভিমান, এবং আলস্য প্রভৃতির নিবৃত্তি করে, চিত্তশুদ্ধি করিয়া দেয়, এবং সংসারার্ণবমধ্যে জীবন-তরণীর মনোরূপ কর্ণকে ব্রহ্মরূপ কূলের দিকে অভিমুখী করে; কিন্তু সে সমস্ত ব্রহ্মকে বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনাদি ক্রিয়ার অবিষয় স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ, এবং "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"।

যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। এতাবতা ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তু-তন্ত্রমাত্র।

ক্রমশঃ।

অনন্ত জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে!
এ আমার গান গুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন!

তা' বোলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রু জল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ ব'সে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ!

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন,
পৃথিবীতে পাখী কেন গায়;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায়;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীত নির্ঝর স্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে!
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গান গুলি ছুটে বাহু তুলি,
প্রিয়তমা পাশে বসি,—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানা গুলি!
কাল গান ফুরাইবে, তা'বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত!
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর!
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;

তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে ?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা !
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
আনন্দ-সাগরে সেই হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ !
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতি দিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায় !
প্রতি দিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায় !
ভেসে যায় শত ফুল ভেসে যায় বাস
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ !
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে !
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস !
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা' বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না !
তবে আর কিসের ভাবনা !
গা'রে গান প্রভাত-কিরণে !
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বোসে শোনে !

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না !
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায় !
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ !
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায় !
আকাশের সাগর সীমায় !
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন !
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন !
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ !
করিব গানের মাঝে বাস
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস !

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না !
প্রাণপণে ভালবাসা করে সমর্পণ,
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয় !
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ !
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন !

কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহ মাখা নত দুনয়ান ;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি !

তা' বলে নাহি কি তাহা মনে ?
ছবি গুলি মেশোনি জীবনে ?
মৃত্তিকার কণা তা'রা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর !
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে !
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি !
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা !

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি !
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে !
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে !
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহা সাগর উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে !
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় কোরে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !
গান গা' পাখীর মত, ফোট্‌রে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গান গুলি !
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান !

বিবাহ।

প্রজাপতি পরমেশ্বরই পবিত্র উদ্বাহ-সম্বন্ধের যোজয়িতা। তিনিই এই শুভ কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তিনিই এই কল্যাণপ্রদ নিয়মের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা না হইলে, সুরম্য সংসার-রাজ্য শ্মশান-সম নিরানন্দময়, মরু-ভূমি-সদৃশ নীরস ও কঠোর স্তব্ধ ক্ষেত্র হইয়া থাকিত। তিনি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে সুখ-শান্তি ও আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য——তিনি জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া সংসারকে পুণ্য-ভূমি——ধর্ম্ম-ক্ষেত্র করিয়া তুলিবার নিমিত্তই এই পবিত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রজা-স্রোত পরি-বর্দ্ধন হওয়া যেমন সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমে-শ্বরের উদ্দেশ্য, তেমনি উদ্বাহ-পদ্ধতি সেই ঐশ্বরিক ইচ্ছা পরিপূরণ পক্ষে বলবৎ উপায়। যদ্দ্বারা বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্য সুসম্পাদিত হয়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাঁহার কল্যাণতর অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হয়, তাহাই যে মঙ্গলকর ব্যাপার, তাহাই যে পবিত্রতর কার্য্য, তাহার আর সংশয় কি ? সেই জন্যই পৃথিবীর সকল দেশে—সকল মনুষ্য-সমাজেই এই কল্যাণকর পদ্ধতি স্বতঃ প্রবর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে জাতি জ্ঞান-ধর্ম্মে যত উন্নত, তাঁহারদের মধ্যে সেই পদ্ধতিটী ধর্ম্মের সহিত, ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ততই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। যে জাতির

মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব যত অল্প, সে জাতির মধ্যে এই উদ্বাহ-ক্রিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে ততই সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারদের বৈষয়িক ভাব অতিমাত্র প্রবল, অথচ ধর্ম্মের সঙ্গেও কথঞ্চিৎ যোগ আছে, তাঁহারা এই কল্যাণকর শুভ কার্য্যটী দুয়েরই সহযোগে সুনিষ্পাদন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ চির দিনই ধর্ম্ম-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর্য্য-জাতি চিরকালই ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। সেই কারণেই হিন্দু-সমাজ মধ্যে যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বিষয়-সম্পর্ক কিছুই নাই। তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই ধর্ম্ম-প্রধান। ধর্ম্ম ঈশ্বরই বর-কন্যার পরিণয়-বন্ধনের একমাত্র শঙ্কু স্বরূপ। প্রজাপতি পরমেশ্বরই এই পবিত্র কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। ধর্ম্ম ঈশ্বরই এই মাঙ্গলিক ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষী; সেই কারণেই আর্য্য-পুত্র-কন্যা একবার উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে,আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই জন্যই আমৃত্যু তাঁহারদিগকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়; কেহই কাহারও দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে পারেন না।

প্রজাপতি পরমেশ্বর পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার একমাত্র প্রবর্ত্তক না হইলে, ইহা কোন রূপেই সভ্য-অসভ্য, জ্ঞানী-অজ্ঞান প্রভৃতি জন-সাধারণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি এই কল্যাণকর কার্য্যের নিয়ামক না হইলে, কদাচ অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাত-কুল-শীল নর-নারী উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর এক-প্রাণ এক-মন এক-আত্মা হইয়া আমৃত্যু সংসারের কল্যাণ-সাধন, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সম্পাদন করিতে পারিত না। তিনি তাহারদিগের পবিত্র প্রেমের প্রেরয়িতা না হইলে, কদাচ তাহারা পরস্পর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট হইত না। পরস্পরের হিত-কল্যাণ-সাধন জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতেও সমর্থ ও সাহসী হইতে পারিত না। ঈশ্বর-অভিপ্রেত উদ্বাহ-ক্রিয়ায় যেমন পবিত্র প্রেমের অভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন আর কুত্রাপি কোন কার্য্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। নর-নারী পরস্পর পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিবে, ঈশ্বরের সংসার-রাজ্যকে সুখের আলয়, শান্তির নিকেতন করিয়া তুলিবে, পরস্পরের সাহায্য-আনুকুল্যে নর-নারী আপন আপন স্বভাব-প্রকৃতির, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রমে পরলোক দিব্যলোকের উপযুক্ত হইবে, ইহাই সেই পূর্ণমঙ্গল প্রজাপতি পরমেশ্বরের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারই জন্য আর্য্য-জাতি-মধ্যে পত্নী সহধর্ম্মিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণেই গৃহী ব্যক্তিকে এক দিনও সহ-ধর্ম্মিণী-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা পবিত্র-প্রেম-সদ্ভাব ও জ্ঞান-ধর্ম্ম-উন্নতি-সংসাধক উদ্বাহ-ক্রিয়াকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধক এবং পার্থিব সুখ-সচ্ছন্দতা-সম্পাদক জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত পরমপবিত্র পরিণয়-কার্য্যের যে মর্ম্ম-ভেদে নিতান্ত অসমর্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারদিগের দ্বারাই এই পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার অপব্যবহার হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহার গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য এবং ইহার সাত্ত্বিক ও পারত্রিক ভাব বিনষ্ট করিয়া ইহাকে নিতান্ত পার্থিব ও একান্ত পশু-ভাবে পরিণত করিয়া ফেলেন। তাঁহারাই নর-নারীকে পরস্পরের ক্রীড়ার সামগ্রী, বিলাসের উপকরণ, ইতর আমোদ-প্রমোদের উপাদান করিয়া লইয়া আপনারা মহত্তর কল্যাণতর কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ

হওত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং জন-সমাজে অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক লোকের অসদ্ভাব ও অবৈধ বিলাস-ইচ্ছা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া প্রভূত অকল্যাণ ও অশান্তি সাধন করিয়া থাকেন। তাহারদের মধ্যেই পতিপত্নী, পরস্পরের পশু-ভাব ও ইতর-আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির অনুপযোগী হইলেই পরিত্যজ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজের উদ্বাহ-ব্যাপারে যাহাতে এই ঘৃণিত পশু-ভাব ও ইতর আমোদ প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-প্রকৃতি ইহার নিতান্ত বিপরীত উপকরণে সংগঠিত বলিয়াই পুনঃ পুনঃ সমাজ-বিপ্লব ও রাজ-বিপ্লবেও অদ্যাপি আর্য্য-নর-নারী সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাব-ভ্রষ্ট হন নাই। আর্য্য-নারীদিগের ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বর-পরকালের প্রতি চির-দিনই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বলিয়াই আর্য্য-সমাজে পতি-পূজা পতি-মর্য্যাদার এত সমাদর——সতীত্বের উপরে এত অসদৃশ, অনুপমেয় যত্ন-অনুরাগ, এত প্রাণগত অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সতীত্ব রক্ষার জন্য আর্য্য-নারীদিগের আমৃত্যু যেরূপ কঠোরতম দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা, পতির জন্য জ্বলন্ত অনলে অম্লান-বদনে আত্ম-বিসর্জ্জন করা প্রভৃতির যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়, এমন আর ভারতবর্ষ ভিন্ন কুত্রাপি দেখা যায় না।

নর-নারীর প্রকৃতি, প্রজা-বর্দ্ধন জন্য এমনই সমুৎসুক যে, ধর্ম্ম দ্বারা তাহা নিয়মিত করিতে না পারিলে, তাহারা বৈধাবৈধ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পরস্পর সম্মিলিত ও সংযুক্ত হইবার জন্য আপনা হইতেই ধাবিত হয়। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সমাজ-পতি আর্য্য-ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতেই সেই সকল অবশ্যম্ভাবী স্বেচ্ছাচারিতা, ইন্দ্রিয়-চপলতাদি-জনিত সামাজিক অনিষ্টপাত নিবারণ জন্য সময়ে সময়ে অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জন-সমাজ মধ্যে উদ্বাহ উপলক্ষে কোন রূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে নীচ ভাব, নীচ কার্য্য-সকল কোন-ক্রমেই গৃহ পরিবার মধ্যে প্রশ্রয় না পায়, যাহাতে বিবাহ উপলক্ষে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত না হয়, এবং সাংঘাতিক সংক্রামক পীড়া সকল পরিণয়-সূত্রে পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ-পরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হওত বংশ-উচ্ছেদ করিতে না পারে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে রোগ-শোক, দুঃখ-দরিদ্রতা প্রবেশ করত জন-সমাজ অবসন্ন হইয়া না যায়, তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান জন্য বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেরূপ অসদৃশ সুনিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিতে গেলে, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিদিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বজ্ঞানের জাজ্বল্যতর নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি রোগ বর্ত্তমান আছে, যে মনুষ্য তদ্দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে, তাহার মৃত্যুতেও সেই রোগের অনিষ্টকর বীজ বিনষ্ট হয় না। তাহা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্য-নাশ করিতে থাকে। কি ভূমণ্ডলের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান, কি অধুনাতন সভ্য-জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র, উভয়েই একবাক্যে তাহার যাথার্থ্য ঘোষণা করিতেছে। বর-কন্যা-নির্ব্বাচন বিষয়ে সেই জন্যই আর্য্য-ঋষিগণ রোগ ও দৌর্ব্বল্য সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বিষয়ে নিম্নলিখিত যে কতকগুলি সারগর্ভ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। যথা; "এক-গোত্রা এক-প্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" "পাত্র অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ বর্ণ শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গণ-বিশিষ্টা কন্যার সহিত বিবাহ দিবেক না।" "যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত না হয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স-গোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা স-পিণ্ডা না হয় এবং পিতৃষ্বস্রাদি-সন্ততি-সম্ভূতা না হয়, এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্য জানিবে।" "ধন-ধান্য-প্রভৃতি দ্বারা অতি সমৃদ্ধ বংশ হইলেও বিবাহ-বিষয়ে এই বক্ষ্যমান দশ কুল পরিত্যাগ করিতে হইবে।" "ধর্ম্ম-সংস্কার ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, কেবল কন্যামাত্রের জনক বহুরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, অথবা বিবিধ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবে না। ইহাতে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎরোগে আক্রান্ত হয়।"

"সগোত্রা একপ্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" অর্থাৎ সগোত্রে, এক-প্রবরে আদান-প্রদান হইতে গেলে, পাছে একবিধ রক্ত-সংস্রব-জনিত শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় অথবা কোন বংশগত ব্যাধি বা কোনরূপ দোষ-দৌর্ব্বল্য পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া বংশোচ্ছেদ করে, সেই জন্যই বংশের তেজস্বিতা, গুণের উৎকর্ষতা সাধন জন্য ভিন্ন গোত্রে, ভিন্ন প্রবরে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। "কন্যা বর-অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা অথবা তাহার শ্রেষ্ঠবর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গণ হইলে বিবাহ দিবে না। তুল্য হইলে বিবাহ দিবে, তাহা প্রীতিপ্রদ ও কল্যাণকর।" অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী হইতে বল বীর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, উদ্যম-উৎসাহ ও আশা-অধিকার প্রভৃতিতে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠতা রক্ষার জন্য বরকন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে পাত্রের বংশ বয়স রাশি বর্ণ ও গণের শ্রেষ্ঠতার প্রতি আর্য্যজাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এবং তত্তৎ বিষয়ে বরের সহিত কন্যার সমতা বা নিকৃষ্টতা দেখিয়াই কন্যা-নির্ব্বাচন করেন।

কালক্রমে বংশ-বৃদ্ধি নিবন্ধন বর-কন্যা দুষ্প্রাপ্য হেতু অথবা অন্য কোন কারণেই হউক প্রাগুক্ত নিয়মের খর্ব্বতা হইয়া বর্ত্তমানে "পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; পিতৃ-বন্ধু প্রভৃতি সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতামহ প্রভৃতি উপরিতন পঞ্চ পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতৃ-বন্ধু প্রভৃতি পঞ্চম পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। এতদ্ভিন্ন আর সকল কন্যা বিবাহ্য। পিতৃবন্ধু ও মাতৃ-বন্ধু শব্দে—পিতৃষ্বস্রীয়, মাতৃষ্বস্রীয় ও মাতুল-পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অবিবাহ্য কন্যাদিগের মধ্যে যাহারা ত্রিগোত্র অতিক্রম করিবে তাহারাও বিবাহ্য হইবে" এই নিয়ম সকল বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত হইয়াছে। করণীয় পরিবারের অল্পতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ কুলীন বংশের মধ্যে বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে ইদানীন্তন সময়ে প্রাগুক্ত নিয়মেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে বঙ্গ-সমাজে দুঃখ দুর্ব্বলতা, রোগ গ্লানিও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কাল-ক্রমে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই নির্দ্দোষ ও পিতামাতার কর্ত্তব্য-ভাবানুমোদিত হওয়া-

তেই, তাহাই প্রায় হিন্দু-সমাজের সকল বর্ণ দ্বারা সমাদৃত ও উপসেবিত হইতেছে। অবশিষ্ট বিবাহ-গুলি স্বেচ্ছাচার-সম্পাদ্য, বলপ্রাধান্য, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, অনুরাগ-অন্ধতা, কামোন্মত্ততাদি-নিষ্পাদ্য নানা দোষ-যুক্ত বলিয়া ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজ দ্বারা তৎসমুহ ঘৃণিত ও হতাদর হইয়া প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেমন কাল-ক্রমে প্রাচীন নিয়ম সকলের ব্যভিচার হইয়া পড়িতেছে তেমনি পুরুষের পূর্ব্ব-অবধারিত বিবাহ-কালেরও বিশেষ অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে উপনয়নানন্তর আচার্য্য-গৃহে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিবার বিধি ছিল, তাহাতে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনা সংঘটিত হইত না। কাল-ক্রমে তাহারও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে। পুরাকালে গর্ভস্থ বা ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষ হইতে উপনয়নানন্তর গুরু-গৃহে জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা আরম্ভ হইত। শ্রেষ্ঠ কল্পে ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদ-ত্রয় প্রত্যেকটী দ্বাদশ বর্ষ করিয়া অধ্যয়ন, মধ্য-কল্পে তিনটী বেদ প্রত্যেকটী ছয় বৎসর করিয়া অধ্যয়ন, নীচ-কল্পে তিন তিন বৎসর করিয়া প্রতি বেদ অধ্যয়ন অথবা যাবৎ-পরিমিত-কালে ঐ বেদ-ত্রয় অধীত না হইত, তাবৎকাল গুরু-গৃহে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৎপরে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ হইত। এখন উপনয়নানন্তর তিন দিবস পরেই লোকে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবার অধিকার লাভ করে। বর্ত্তমানে লোকে যে প্রকার অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠ কল্পানুসারে সমাবর্ত্তনকাল বা দার-পরিগ্রহ-সময় নিতান্ত অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ের কথা দূরে থাকুক, তৃতীয় কল্পানুরূপ সমাবর্ত্তনানন্তর দার-পরিগ্রহের প্রথাও হতাদর ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা সমাপন হউক আর না হউক, পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন পিতামাতা নিশ্চিন্ত হয়েন।

পুত্রের বিবাহ-বিষয়ে যেমন কাল-নির্দ্দেশ সংহিতা-গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে সেরূপ বলবৎ নিয়ম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যদিও পিতামাতার প্রতি এইরূপ অনুশাসন আছে যে, "কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।" কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না" কিন্তু কত উচ্চ বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিবেক, তাহার কোন বিশেষ পরিমাণ দৃষ্ট হয় না; কেবল স্থূল-বিশেষে সুপাত্র নির্ব্বাচন-পক্ষে এই মাত্র দৃষ্ট হয় যে "যাবজ্জীবন ঋতুমতী হইয়াও কন্যা গৃহে থাকিবেক সেও বরং ভাল, তথাপি কন্যাকে বিদ্যাদি গুণরহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না।" "পিত্রাদি যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, পরে স্বয়ম্বরা হইবেক।" "শ্রেষ্ঠ কল্পে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে ত্রিংশ বৎসরের পাত্রে সমর্পণ করিবে" এই মাত্রই উচ্চ-বয়সের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে যে স্বয়ম্বরা স্থলে ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা নাপার্য্যমাণে ও নিকৃষ্ট কল্পে। অর্থাৎ অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত না হইলে অথবা পিত্রাদি, গুণবান্ বরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরে স্বয়ম্বরা হইবেক, এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়। দশম বর্ষ

সরের অধিক অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ বর্ষ ঋতু-কাল; তৎপরে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া চতুর্থ বর্ষে স্বয়ম্বরা হইতে গেলেই কার্য্যতঃ ষোড়শ বৎসর হইয়া থাকে,ইহা অপেক্ষা উচ্চ বয়সের কথা প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায় না। প্রত্যুত বহু গ্রন্থেই ঈদৃশ অনুশাসন-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে নারীর কন্যা-কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দশম বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহাকে সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত পাত্রে দান করিবে। "কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে ঋতুমতী হইলে, সে গৃহ অপবিত্র ও কন্যার পূর্ব্বতন পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হয়" ইত্যাদি নানা অনুশাসনও দৃষ্ট হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই প্রতীত হয় যে আর্য্য ঋষিগণ নিতান্ত প্রকৃতি-দর্শী ও ঈশ্বরের একান্ত লক্ষ্য-দ্রষ্টা ছিলেন। পুরুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে স্ত্রী অপেক্ষা বলীয়ান্ এবং আত্ম-সংযমে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ জানিয়া তাহারদিগের বিবাহ-কাল-নির্দ্দেশ-পক্ষে সঙ্কুচিত হন নাই, কিন্তু নারীদিগকে অবলা, চঞ্চলমতি জানিয়াই পাছে তাহারদিগের দ্বারা সংসার মধ্যে কোন রূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তাঁহারা কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ-বিষয়ে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ভিন্ন-গোত্রা, ভিন্ন-প্রবরা, ভিন্ন-দেশীয়া কন্যাকে আপনারদের পরিবারের সহিত একীভূতা করিয়া লইতে হইবে এই জন্যই বোধ হয়, উর্দ্ধ-সংখ্যা দশ বৎসরই কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ করিয়া লইয়া ছিলেন। পরিণত-বয়স্কা নারীর স্বভাব-চরিত্র একবার সংগঠিত হইলে, বিবাহান্তে পতিগৃহে আবার তাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর হওয়া দুঃসাধ্য, এ আশঙ্কাতেও তাঁহারা হয় তো প্রাগুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। দূরকে নিকট, পরকে আপনার, নিঃসম্পর্কীয়াকে গৃহের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী করিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে; এ জন্যই ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-কন্যা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার গুরুতর পবিত্রতর কর্ত্তব্য-ভার পিতামাতার হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতার সমান সন্তান-সন্ততির প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীতলে আর দ্বিতীয় নাই। যে জনক-জননী যথাসর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পুত্রকন্যাকে পালন-পোষণ এবং জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিয়া থাকেন, আপনাদিগের সকলই তাহারদিগের জন্যই রক্ষা করেন, তাঁহারাই যে তাহারদিগের ভাবী সুখ-শান্তি ও সংসার-ধর্ম্মের উপযোগী বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার দেব-নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতামাতা পাছে সুন্দরী ও সুশীলা পাত্রী নির্ব্বাচন-বিষয়ে অবহেলা বা ঔদাস্য প্রদর্শন করেন অথবা তদ্‌বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তন্নিবারণার্থ আর্য্য ঋষিগণ তদ্‌বিষয়ক কতকগুলি নিষেধ ও বিধি-বাক্য গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা, "যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির-রুগ্না, যাহার গাত্রে অল্পমাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার নয়ন পিঙ্গল-বর্ণ, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না।" কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।" ঈদৃশ রাশি রাশি নিষেধ ও বিধিবাক্য সত্ত্বেও যে পিতা মাতা তাহার বৈপরীত্যাচরণ করেন,তাঁহারাই তাঁহারদের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিবার মধ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি-স্রোত প্র-

বাহিত করিয়া দিয়া কষ্ট-ক্লেশে দগ্ধীভূত হয়েন। তথাচ স্থল-বিশেষে ইহার দ্বারা যে গরল-ময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা হীন-প্রকৃতি পিতা মাতার ধন-লোভ, যশ-আকাঙ্ক্ষাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সকল জনক-জননী কোন-রূপেই দূষিত বা অপরাধী হইতে পারেন না।

পৃথিবীর যে সকল জাতিমধ্যে যৌবন-পরিণয় নিবন্ধন পরস্পর বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। যে যুবক-যুবতীর মন পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদের দৃষ্টি বাহ্য রূপ-লাবণ্য ভেদ করিয়া পরস্পরের অন্তর্নিহিত গুণ-গ্রামের বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রায়ই নিপতিত হয় না। তাঁহারদের নির্ব্বাচন অনেক স্থলেই দোষশূন্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্যই প্রেমিকের চক্ষু ক্ষীণজ্যোতিঃ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। সেই কারণেই ইদানীন্তন সময়ের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে সতীত্বের আশানুরূপ সমাদর নাই। তাঁহারদের সভ্যতার উচ্চতা-অনুসারে অসতী-সংখ্যাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। সেই হেতুই তাঁহারদের মধ্যে ব্যভিচার-দোষ রাজ-দ্বারে দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-ভূমি, আর্য্য-জাতি ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া চির-প্রসিদ্ধই আছেন, অতএব বিলাসের চাক্‌চিক্যে, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভনে, ঐহিক আমোদ-প্রমোদের দুরাকাঙ্ক্ষায় আমরা যেন আমারদের ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না ফেলি, আমরা যেন ধর্ম্মহারা হইয়া অসার অপদার্থ হইয়া না পড়ি। ধর্ম্মই আমারদের প্রাণ, ঈশ্বরই আমারদের সর্ব্বস্ব, পরলোকই আমারদের শান্তির নিকেতন।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

(বিগত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

অসুর সময় পেলে হইবে প্রবল।
নাশিবে তোমার যত আছে ধর্ম্ম-বল ॥
থেকো না পাপের সহ তিলার্দ্ধ সময়।
পড়িবে কুহকে তার ডুবিবে নিশ্চয় ॥
পলক ইন্দ্রিয়-সুখ বিলাসের তরে।
ত্যজোনা ত্যজোনা ধর্ম্ম পরম ঈশ্বরে ॥
যিনি করিছেন সদা তোমারে আহ্বান।
শোন শোন তাঁর বাণী হইবে কল্যাণ ॥

পাপেতে জড়িত যেই আদিলে শমন।
করে কিবা হাহাকার বিলাপ ক্রন্দন ॥
কিন্তু যিনি পাপ হতে হইয়া বিরত।
সাধ্য মতে ধর্ম্ম-পথে চলেন নিয়ত ॥
মরণ সময়ে তিনি নাহি পান ভয়।
বলেন ঈশ্বরে তবে "ওহে দয়াময় ॥
পড়িয়াছিলাম আমি পাপ-বাগুরায়।
তুমিই উদ্ধার নাথ! করিলে আমায় ॥
কতই দুর্মতি ছিল পোষিত হৃদয়ে।
তুমি না রাখিলে মোরে ফেলিত নিরয়ে ॥
তোমা ছাড়া যে জীবন বিষাদি কেবল।
এবে সুধা জ্যোৎস্নাময় আমার সকল ॥
হায়! কেন ছিনু আমি ছাড়িয়া তোমায়।
তার জন্য অনুতাপ দহিছে আমায় ॥
পাপের মলিন চীর করিয়া তেয়াগ।
পুণ্যের বসন পরি করি অনুরাগ ॥
এই হেতু কত তুমি করিলে যতন।
না ফলিল সে যতন আমি অভাজন!
জান নাথ! কত ত্রুটী হয়েছে আমার।
এখন ভরসা শুধু করুণা তোমার ॥
কর নাথ! এবে মোর সুগতি সাধন।
অনন্ত জীবনে যেন পাই তোমা ধন ॥"

যে আপন দুষ্টমতি করে সুশাসন
ঈশ্বর নিকটে করে সুমতি যাচন ॥

হেন ধর্ম্ম-বল তারে দেন দয়াময়।
প্রলোভনে পারে সেই করিবারে জয়॥
সারথি হইয়া তিনি তার আত্মরথে।
চালান তাহারে তাঁর মঙ্গলের পথে॥
দয়া করি হৃদি তার দেন দরশন।
করেন নিয়ত শান্তি সুখ বরিষণ॥
বাহিরের শত্রু যদি করে আক্রমণ।
পারে না তাহার শান্তি করিতে হরণ॥
আছে যে তাহার শান্তি আত্মার কন্দরে।
রক্ষিছেন শান্তিদাতা থাকিয়া অন্তরে॥

দেখ দেখ ঈশ্বরের দয়ার বিধান।
প্রতি জনে আপনারে করিছেন দান।
তাঁর বায়ু বৃষ্টি মেঘ চন্দ্রমা তপন।
সবাকার উপকার করিছে সাধন॥
তাঁর সৃষ্টি সকলের হয় ভোগিবার।
কিন্তু তিনি নিজ ধন প্রত্যেক জনার॥
গৃহের দেবতা তিনি হৃদয়ের ধন।
পরম আত্মীয় তিনি আপন স্বজন॥

শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া।
সম্বন্ধ তাঁহার সনে দেখহ বুঝিয়া।
সৃষ্টি দেখি তব মনে হয় অনুমান?
স্নেহে বিতরেন মাতা কত অন্ন পান॥
পালিছেন বটে তিনি করিয়া যতন।
কিন্তু নাহি দেখা দেন স্নেহের নয়ন॥
হেন কি মায়ের কার্য্য? কোলেতে করিয়া।
পালেন সন্তানে যিনি কতই করিয়া॥
সন্তান ঘুমালে যিনি বসিয়া শিয়রে।
নিরাসেন বিঘ্ন তার কিবা স্নেহ-ভরে॥
জেন জেন বিশ্বমাতা মাতার সমান।
মায়ের অধিক তিনি ইথে নাহি আন॥
জননীর স্নেহ যিনি করেন প্রেরণ।
তাঁর স্নেহ প্রেম মনে হয় কি ধারণ?
তাঁহা হতে হয় তব জীবন যৌবন।
সদা করিছেন তোমা রক্ষণ পালন॥
দেখ তব জীবনের যেই দিকে চাও।
তাঁহার করুণা দয়া দেখিবারে পাও॥
তোমার অন্তরে তিনি সদাই প্রকাশ।
দিতেছেন শুভ মতি কতই আশ্বাস॥

বলিছেন "ভয় নাই বিপদ তুফানে।
আমি যে কাণ্ডারী তব চাও আমা পানে॥
বিপদে সম্পদ তব হবে আগুয়ান।
মৃত্যু তব হইবেক অমৃত-সোপান॥"

পিতামাতা ভাই বন্ধু বলিছ আপন।
ঈশ্বর আপন বলি জানিবে কখন?
বল দেখি প্রাণ ভরে "ঈশ্বর আমার!
তোমার সমান মম নাহি দেখি আর॥
তুমি হে পরম পিতা মাতা বন্ধু জন।
পরম সুহৃদ্ তুমি পরম শরণ॥
এস এস দয়াময় আমার হৃদয়ে।
ইহ পরকালে রাখ তোমার আশ্রয়ে॥"

যে সাধু আপন বলি জানেন ঈশ্বরে।
দেখেন ঈশ্বরে তিনি আপন অন্তরে॥
দেখেন বিভুর নাম জ্বলন্ত অক্ষরে।
চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা পর্ব্বত সাগরে॥
সুন্দর জগৎ পানে যবে তিনি চান।
মহেশের মহিমার পরিচয় পান॥
সাধুর হৃদয়-গ্রন্থি হয় বিমোচন।
দিন দিন বাড়ে তাঁর ধর্ম্মের জীবন॥
ব্রহ্ম-রস পানে তিনি সদাই মগন।
সেই রস বিতরিতে করেন যতন॥

ইতি তৃতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু কিছুই ছিল না। পুরবাসিরা ধর্ম্মভীরু। কেহই ধন বলবীর্য্য ও তপোমদে উন্মত্ত হইত না। একদা ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করিতে ছিলেন। এই অবসরে শুনিলেন কএকটী স্ত্রীলোক "পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর" বলিয়া বার বার করুণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। তখন রাজা মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, আমার রাজ্য

কালে কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? আমি রাজা, আমার সমক্ষে কোন্ পাপাশয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বন্ধন করিতে চায়? কাহারই বা আমার শরে মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে?

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে অসিদ্ধ বিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যাই ভীত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথায় অতিমাত্র কুপিত হইলেন। তিনি কুপিত হইবা মাত্র বিদ্যা সকলও বিনষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দুরাত্মন্! দাঁড়া এখনই তোরে প্রতিফল দিতেছি। হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ নাই, আর্ত্তকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি যখন স্বধর্ম্ম রক্ষণে ব্যগ্র তখন আপনি অকারণ ক্রোধ করিবেন না। যে রাজা ধর্ম্মশীল তিনি দান করিবেন, রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধ করিবেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মভীরু, এক্ষণে বল, কাহাকে দান করিতে হয়? আর কাহারই বা সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক?

রাজা কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি রাজধর্ম্মপালনে তোমার এতই যত্ন তবে আমাকে দান কর।

তখন হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমায় কি দিতে হইবে আপনি অসঙ্কোচে বলুন। যদি তাহা দুষ্করও হয় তো বুঝিবেন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। ধন রত্ন পুত্র কলত্র অধিক কি স্বদেহ যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি অগ্রে আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহা দিব, এতদ্ব্যতীত আর যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন! তোমার ভার্য্যা পুত্র ও শরীর এবং পরলোক-সহচর ধর্ম্ম ব্যতীত সসাগরা পৃথিবী ও হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল সমস্ত রাজ্য আমাকে অর্পণ কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অবিকৃত মুখে হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিলে। এক্ষণে আমি রাজা, জিজ্ঞাসা করি অতঃপর প্রভুত্ব কাহার? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে প্রভুত্ব আপনারই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি পৃথিবীতে আমার আধিপত্য হইল তবে আমার অধিকারে থাকা আর তোমার উচিত হয় না। তুমি অঙ্গের সমস্ত বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল ধারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত এখনই আমার রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষির এই বাক্যে সম্মত হইয়া পত্নী শৈব্যা ও শিশু পুত্রের সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র উহাঁর পথ অবরোধ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাও? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার যা কিছু রাজ্য ও ধন সম্পত্তি ছিল সমস্তই আপনাকে দিয়াছি। এক্ষণে কেবল পত্নী পুত্র ও আমি এই দেহত্রয় মাত্র অবশিষ্ট। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমায় যজ্ঞদক্ষিণা দেও। ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে সর্ব্বনাশ হয়। রাজসূয় যজ্ঞে যা কিছু ব্যয় তুমি এখনই আমাকে দাও। তুমি এইমাত্র কহিয়াছ সৎপাত্রে দান, শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও

কাতর ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ভগবন্! এখন তো আমার আর কিছুই নাই, আমি ইহা আপনাকে কালক্রমে দিব। আপনি আমার মনের সদ্ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন তবে শীঘ্র বল আমি ইহার জন্য কত দিন প্রতীক্ষা করিব। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই, আপনি ক্ষমা করুন, আমি মাসান্তে আপনাকে সমস্তই দিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তবে তুমি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা পাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী সৈব্যা কখন পদব্রজে বহির্গত হন নাই। তিনিও উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন পুরবাসী ও রাজভৃত্যেরা মহারাজকে সস্ত্রীক নগর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, হা নাথ! আমরা আপনার জন্য অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু। যদি ধর্ম্মরক্ষা করা আপনার আবশ্যক হয় তবে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা জানি না আবার কবে আপনাকে দেখিতে পাইব। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে দেখিয়া লই। হা! যাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে রাজারা যাইত এখন কেবলমাত্র পত্নী একটী বালক পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন! যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে যাইত সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন! হা নাথ! পথের ধূলিজালে আপনার এই মুখচন্দ্র মলিন হইয়া যাইবে। আপনি দাঁড়ান, আমাদের স্ত্রী পুত্র ধনরত্নে প্রয়োজন কি। আমরা এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার দাস হইয়া যাইব। আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যেখানে আপনি আমরাও সেইখানে। যেখানে আপনি সেই খানেই নগর ও স্বর্গ।

হরিশ্চন্দ্র সকলের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দাঁড়াইলেন। নগরবাসিরা চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রোষাকুল লোচনে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতি দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, তোরে ধিক্। তুই আমায় সমস্ত রাজ্য দিয়া আবার অনুতপ্ত হইতেছিস্। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া কম্পিত দেহে কহিলেন, এই আমি চলিলাম। সৈব্যা অতিশয় সুকুমারী ও পথশ্রমে ক্লান্ত, হরিশ্চন্দ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন এই অবসরে বিশ্বামিত্র সৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা যাইতেছি। এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছুই কহিলেন না। *ক্রমশঃ।*

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

উপবীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সকল পৌরাণিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে উপবীত ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। অষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়ষ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবীত দিবার কাল কেন নির্ণীত হইল? উপযুক্ত আচার্য্য শিক্ষাগুরু দ্বারা এই কার্য্য সমাপন করিবার কেন বিধি আছে? উপবীত ধারণ-কাল অবধি যত দিন না শিষ্য সুশিক্ষিত ও জিতেন্দ্রিয় হয় ততকাল কেনই বা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে হইত? ইত্যাদি বিধি আধ্যাত্মিক ভাবে বিচার করিলে উপবীতকে কেবল স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ ব্রহ্মসাধনের সহায় বলিলেও ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা প্রকাশ পায় না। কার্পাস সূত্রই হউক বা শন সূত্রই হউক কিংবা মেষলোমসূত্রই হউক আর্য্য সন্তানগণ একটী সূত্রের কেন এত পক্ষপাতী হইলেন। একটী জড় পদার্থের এমন কি অসামান্য গুণ যে তাহাতে তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন? সাধন অবস্থাতে সূত্র গ্রহণ ও ধারণের এরূপ কঠোর বিধি কেন ছিল ও সেই অবস্থাতে সূত্র-ত্যাগেরই বা কেন এত কঠোরতর নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইল।

মহাশয়, যতদিন না কৃতবিদ্য আর্য্য সন্তানগণের কোমল নয়ন পাশ্চাত্য জ্ঞান-কণার উৎপীড়ন হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে ততদিন তাহা উল্লিখিত বিধি ও নিষেধ সমূহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিতেছে না। আদিসমাজ যখন সর্ব্ব-প্রথমে যুক্তাহার, যুক্তপরিধান ও যুক্তাসনের আবশ্যকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কৃতবিদ্য দল ক্রোধান্ধ হইয়া আদি সমাজের মস্তকে কত অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন যুক্ত আহার পরিধান ও আসন যে ব্রহ্মসাধনের সহায় হইতে পারে তাহা তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের উৎপীড়নে দেখিতেই পান নাই। সেই কালের বিলাতী লোকদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আহার পরিধান বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। কিছুমাত্র বিলাতী জ্ঞান ও উৎসাহ-বলে সুদীর্ঘ স্তোত্র ও দীর্ঘতর বক্তৃতার সাহায্যে ব্রহ্মসাধনের বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তসংযম হইল কি না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইল কি না, সে বিষয়ে হতজ্ঞান হইয়া কখন বা কাল্পনিক ধর্ম্মভাবে গদগদ হইতেন, কখন বা মনঃকল্পিত দেবতাকে—হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনা ও আনন্দকে ব্রহ্মসহবাস-জনিত ভূমানন্দ স্থির করিয়া "আজ আমাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে" বলিয়া নৃত্য করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যখন বহু-পরিবার বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মযোগযোগ সাধনে ব্যাঘাত দেখিতেন ও নিজে নিজে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিলে পাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় হৃদয়ঙ্গম করিতেন তখন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের সরসতার পরিচয় দিয়া একেবারে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের (অনাহারে) পরলোকের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন। কোন কোন বীর পুরুষ আপনাকে জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ জানিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন "ভগবান আমাকে প্রচারক হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন—বিবাহের সময় যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইয়া আমি এতকাল পরিবার প্রতিপালন করিলাম তিনি আমাকে সিদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কেবল আহার বিহার সুখ সচ্ছন্দতা লাভের অনুমতি দিয়া স্বয়ং সেই পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। আমি এখন আমার সহধর্ম্মিণীর সুখ সচ্ছন্দতার বা দুঃখ দারিদ্রের জন্য দায়ী নহি এবং পুত্র কন্যার লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করি না। আমার আদেশ হইয়াছে আমি আমার পরিজনের জন্য এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিব না। যদি ভবিষ্যতে ভগবান আমাকে আরও পাঁচ সাতটী পুত্র কন্যা দেন সে সকল তাঁহারই, তাহাদের জন্য চিন্তা করা আমি পাপ মনে করি। আমি এখন আমার বিবেক ও সমাজের দাস। বিবেক যদি বলেন আজ তুই মান্দ্রাজ যা আমি আজই মান্দ্রাজ যাইতে প্রস্তুত। সমাজ যদি বলেন কাল তুমি লাহোর যাও আমি তাহাতেও সঙ্কুচিত নহি। আমি অবাধে বিবেকের ও সমাজের আদেশ পালন করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছি। আমার পুত্র কন্যারা যদি এ সময় ক্ষুধাতে বা রোগে বা অযত্নে মৃতকল্প হয় তথাপি আমি ভীত হই না। আমি মান্দ্রাজ বা লাহোরে যাইবই যাইব—কেহই আমাকে বাধা দিতে পারিবেক না। আমি কেবল নিজের অসুস্থতাকে ভয় করি ও যেখানে যাইব সেখানে আদরে থাকিতে পারিব কি না তাহাই একবার ভাবিয়া দেখি। যদি কোন দেশ হইতে পথ-খরচ শুদ্ধ একখানি পত্র আইসে ও আমাকে যত্ন করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে আমি অসুবিধা না ঘটিলে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মত সহধর্ম্মিণীর সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হওয়া মন্দ নয় কিন্তু তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে বা মোচন করিতে আমি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ এখন বাধ্য নই। যে সমাজের আমি সেবা করি সেই সমাজই আমার পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য বাধ্য। ঈশ্বর নিজে না পারেন তিনি তাঁহার ভক্ত সমাজ দ্বারা আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।"

মহাবীর ও আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীর প্রচারকগণ ঈদৃশ দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যাবলীর দ্বারা বঙ্গ শিশুর চক্ষে ধূলি দিতে লাগিলেন। বঙ্গ শিশুর এখন উভয় সঙ্কট। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরেজদের ধর্ম্ম আচার ও ব্যবহারকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি ও হিন্দু আচার ব্যবহারকে পরিত্যজ্য স্থির করিয়া যে বঙ্গ সন্তান ধর্ম্ম লাভে উদ্যুক্ত হইয়াছিল সেই বঙ্গ শিশু জীবন-নদীর জলে দেখে পাদরী-বেশধারী কুম্ভীর নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। আবার তীরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখে আদিষ্ট প্রচারক-বেশধারী ব্যাঘ্র লম্ফ ঝম্ফ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পাদরী সাহেব ও প্রচারক মহাশয়ের সঙ্কল্প একই—উভয়েই বঙ্গশিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব বিনষ্ট করিবার জন্য শশব্যস্ত। উভয়েই শিক্ষা দিলেন ধর্ম্ম মনের জিনিস, আহার ও কাপড়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—ধর্ম্ম বাহির হইতে হয় না কিন্তু অন্তর হইতেই উদ্ভাবিত হয়। শরীর শুদ্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, আহার পবিত্র হউক আর নাই হউক, পরিধান বসন মলিন হউক আর যাই হউক, ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই—ধর্ম্মলাভের জন্য যে কোন আয়োজন সমুদয় অনর্থক ও অপকারী। বঙ্গশিশু অনেক তাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় তীর হইতে প্রচারক মহাশয় সদর্পে বলিতে লাগিলেন—বিলাতী পাদরীর যাহা কিছু সম্বল ছিল সে সমস্তই আমার হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন যাহার জন্য আর্য্য ঋষিকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও আমার করতলন্যস্ত। ঈশ্বরলাভের এমন সহজ উপায় আর কেহই দিতে পারিবে না। তুমি আমার কাছে আইস ও আমাদের সমাজমন্দিরে গতায়াত করিও, ও মধ্যে মধ্যে একটি আধটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিও তাহা হইলেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে। যদি আনুষ্ঠানিক নামে অতি হিত হইতে চাও তবে তোমার গলায় উপবীত থাকিলে এখনি পরিত্যাগ কর, পৌত্তলিক পিতামাতা ভ্রাতা

জাতি কুটুম্বের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না, পাছে তাহারা তোমাকে কুসংস্কারে ও ঘৃণিত হিন্দুধর্ম্মে—পৌত্তলিকতাতে নিক্ষেপ করে। পৌত্তলিক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিও না।

এইরূপে কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী ভ্রান্ত কৃতবিদ্য আপনাদের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শিশু-প্রকৃতি বঙ্গযুবকের জীবনকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া ছিলেন। শিশু-প্রকৃতি যুবকদলের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। খানিক দূর না ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এমন গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইল যে একাল পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃতবিদ্যদলের মধ্যেও অনেকের ঐ দশা ঘটিয়াছে। কেবল কএকটি সবল বুদ্ধিমান অল্প-দূর না যাইতে যাইতে বিপদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও আপনার ভ্রান্তি সমূহ স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া কোন রূপে কূলসন্নিকর্ষ হইতে পারিয়াছেন ও আপনাদিগকে জীবিতের মধ্যে গণ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কয়েকটী বলিষ্ঠ কৃতবিদ্যের অবস্থা যদিও কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ কিন্তু তাঁহারা যেরূপ ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে ন্যূন হইয়াছে। তাঁহারা এখন উৎসাহ ও উদ্যম-বিহীন হইয়া সতত নিরাশায় কাতর হইতেছেন—আপনাদের ভ্রমে ও অন্ধতাতে অন্য কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছেন। এই কয়েকটী কৃতবিদ্যদিগকে আর বিলাতী সাহেবের অনুকরণ করিতে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কাহাকে গৈরিক বসন পরিধান, কাহাকে বাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন, কাহাকেও বা নিরামিষ ভোজনে তৎপর দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে দিন দিন যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আপাততঃ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক বলিলে বলা যাইতে পারে ও ভবিষ্যতে যে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন তাহারও আশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম-সাধনের অনেক আয়োজন চাই—অনেক শিক্ষা চাই—অনেক কঠোর ব্রত অবলম্বন করা চাই। তাঁহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই একটী বাঙ্গালা বা ইংরাজী স্তোত্র পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক অভাব সম্পূরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন; কেহ কেহ শিক্ষাগুরুর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ আচার্য্য-প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দিন দিন আত্মার উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন; কেহ কেহ কর্ত্তব্যানুরোধে পরিবারমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসার শান্তি করিতেছেন। আর্য্য সন্তানের এখন বিকৃত নয়ন প্রকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল সাধন-প্রণালী কুসংস্কারপূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানকণা-স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল আদরণীয় ও ধর্ম্ম-জীবন পোষণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন—এত দিনের পর যুক্ত আহার পরিধান ও আসনের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...	॥০
আত্মোৎকর্ষবিধান ...	১৷৵০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার ...	৫
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ...	৫
সঙ্গীত হার	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত	/১০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য	॥০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	।০
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	„	12	„
Science of Religion	„	4	„
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	„	„
Who is Christ?	„	„	6
Brahmo Catechism	„	1	„

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ...	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৵০
বেদান্তপ্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
সৃষ্টি	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
গৃহকর্ম্ম	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	„
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; *"What is Brahmoism?"*	3	„
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৴০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৴০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৴০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৵১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ ...	৵১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	/
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে ...	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৵১০
প্রভাত-কুসুম	৶১০

ধর্ম্মদীক্ষা	৵০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ ...	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৵০
উপদেশ	৫
দুর্গোৎসব	৵০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
সঙ্গীত মঞ্জরী	/০

	Rs	As	P.
Ontology	1	„	6
Hindoo Theism	„	„	6
Theist's Prayer Book	„	„	6
Signs of the Times	„	„	„
Doctrine of Christian Resurrection	„	1	„
Physiology of Idolatry	„	1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	„	4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

অশুদ্ধ সংশোধন।

গত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠায়।
"প্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"
ইহার পরিবর্ত্তে
"শ্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"
হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ,
১৮০৪ শক,
১০ অগ্রহায়ণ।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।